সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশু-যত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুদের প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং শিশুর সাঁতার সুবিধা প্রদান প্রকল্প

শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ এবং সুরক্ষায় একটি সমন্বিত সমাজভিত্তিক পরিকল্পনা

গণপ্রজতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রস্তাবিত সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশু-যত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুদের প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং শিশুর সাঁতার সুবিধা প্রদান শীর্ষক প্রকল্পটি ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) কর্তৃক অনুমোদিত হয়। জানুয়ারি ২০২২ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ০৩ (তিন) বছর মেয়াদি প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ২৭১.৮২ কোটি টাকা (৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কেন্দ্রীয় ও জেলা শাখার তত্ত্বাবধানে দেশের ১৬টি নির্ধারিত জেলায় শিশুযত্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ স্থানীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ের এনজিও/সিবিওদের সহযোগিতায় প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা হিসেবে ব্লুমবার্গ ফিলানথ্রোপিজ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রয়্যাল ন্যাশনাল লাইফবোট ইনস্টিটিউশন, যুক্তরাজ্য কারিগরি ও আর্থিক অনুদান সহায়তা প্রদান করবে।

১ প্রকল্প পটভূমি

সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশু-যত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুদের প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং শিশুর সাঁতার প্রশিক্ষণ প্রদান প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুর সামগ্রিক বিকাশ, যত্ন ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা, তাদের শারীরিক, মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে যাবতীয় সেবাসমূহ নিশ্চিত করা, ছয় বছর এবং তদুর্ধ শিশুদের সাঁতার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং শিশু-যত্ন কেন্দ্রের সাথে সম্পৃক্ত অভিভাবকদের জীবনমানের উন্নয়ন সাধন। এই প্রকল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে:

- শিশুর সামগ্রিক বিকাশে সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, একক কোনো সেবা বা শিক্ষার উন্নয়ন নয়।
- শিশুদের উন্নয়নে সম্পৃক্ত সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং একই সাথে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের শিশু বিষয়ক কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন।
- অভিভাবকসহ সমাজের অন্যান্যদের সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- শিশু-যত্ন কেন্দ্রসমূহকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাবলম্বী প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিশুদের বিকাশ, প্রারম্ভিক শিক্ষা ও সেবা প্রদানে সক্ষম করে গড়ে তোলা।
- বাংলাদেশের সকল শিশুকে পর্যায়ক্রমে এই কর্মসূচির আওতাভুক্ত করা।
- শিশু-যত্ন কেন্দ্রের সাথে সম্পৃক্ত অভিভাবকদের প্যারেন্টিং শিক্ষাসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনমানের উন্নয়ন করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

১. পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য শিশু-যত্ন এবং তত্ত্বাবধান সহায়তা প্রদান (সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত) বিশেষ করে বড়রা যখন অন্যান্য অনেক দায়িত্বে নিযুক্ত থাকেন।

২. শিশু-যত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে সমন্বিত প্রারম্ভিক যত্ন এবং বিকাশমূলক সেবা প্রদান যা ১-৫ বছরের শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক, ভাষা ও যোগাযোগ, সামাজিক ও আবেগীয়, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টিগত বিকাশকে দীর্ঘস্থায়ী একাধিক সুবিধার দিকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে।

৩. পানিতে ডুবে যাওয়া থেকে সুরক্ষা প্রদানে ৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের নিরাপদ সাঁতারের প্রশিক্ষণ প্রদান।

৪. জাতীয় পর্যায় থেকে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত কর্মরত বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ যাতে সংস্থাসমূহ শিশুদের সমন্বিত যত্ন, বিকাশ এবং নিরাপত্তাসহ ইনজুরি বিশেষ করে পানিতে ডুবে মৃত্যু রোধকল্পে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

৫. প্রারম্ভিক স্তরে শিশু সুরক্ষা ও বিকাশের সর্বোত্তম পরিকল্পনা এবং সমন্বিত কার্যক্রমে পরিবার এবং কমিউনিটির সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা।

৬. সমন্বিত শিশু-যত্ন, সুরক্ষা এবং ইতিবাচক শিশু লালন-পালন (Parenting) বিষয়ে অভিভাবকদের শেখার সুযোগ তৈরির মাধ্যমে তাদের চিন্তা-চেতনার প্রসার ঘটানো।

প্রকল্প ধারণাটির শুরু হয় ২০১৬ সালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর পরিচালিত বাংলাদেশ স্বাস্থ্য ও দুর্ঘটনা সমীক্ষায় বিশেষ বিষয় হিসেবে যখন দেখা যায় বাংলাদেশে ১-৯ বছরের শিশুদের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ পানিতে ডুবে মৃত্যু। এই সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যে বলা হয় যে, বাংলাদেশের ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুর সবচেয়ে বড় ঝুঁকি পানিতে ডুবে মারা যাওয়া। এই মৃত্যুর ঘটনাগুলো ঘটে সাধারণত বাড়ির ২০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত জলাধারে এবং দিনের প্রথম ভাগে। গ্রামাঞ্চলে পানিতে ডুবে মারা যাওয়ার এই হার শহরের চাইতে বেশি, যার সম্ভাব্য কারণ হতে পারে যে সেখানে পুকুর আর ডোবার মত ছোট ছোট জলাধারের সংখ্যা বেশি।

জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায়[১] দেখা গেছে পানিতে ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধ করা সম্ভব এবং তা হ্রাসের হার শতকরা ৮৮ ভাগের বেশি হতে পারে। জন হপকিন্স এর প্রতিবেদন ২০১৪ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা প্রকাশিত 'বিশ্বব্যাপী পানিতে ডুবে মৃত্যু' প্রতিবেদনের[২] সাথে মিলে যায়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে, পানিতে ডুবে মৃত্যু রোধে তিনটি কৌশল সবচেয়ে কার্যকরী:

ক. ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য নিরাপদ ও সাশ্রয়ী শিশু-যত্নের সুযোগ সৃষ্টি করা (যেমন- দিবাযত্ন কেন্দ্র)।

খ. পানিতে সুরক্ষা ও নিরাপদ উদ্ধারের ওপর জোর দিয়ে ৬-১০ বছরের শিশুদের সাঁতার শেক্ষার সুযোগ বাড়ানো।

গ. শিশুদের নিরাপত্তা ঝুঁকি এবং তা হ্রাস করার পদ্ধতি সম্পর্কে জনসাধারণ ও মা-বাবাদের সচেতনতা বাড়ানো।

অলোচ্য প্রকল্পে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার তিনটি প্রতিরোধ কৌশলই অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটির শিশু-যত্ন কেন্দ্রের নকশা বাংলাদেশ সরকার এবং সুশীল সমাজের দায়িত্বশীল সদস্য, শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও শিশুদের সুরক্ষা বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের মতামত এবং শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের গবেষণায় পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে তিন বছর মেয়াদে এ প্রকল্প ১৬টি জেলায় শুরু করা হবে তিনটি লক্ষ্য নিয়ে:

ক. ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য ৮,০০০টি সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশু-যত্ন কেন্দ্র স্থাপন এবং পরিচালনা করা। ২০০,০০০ শিশুকে এই প্রকল্পের আওতায় সেবা প্রদান করা হবে।

খ. ৬-১০ বছরের শিশুদের জন্য ১,৬০০টি ভেন্যুতে সাঁতার প্রশিক্ষণ সুবিধার ব্যবস্থা করা। এটি পরিচালিত হবে সুইমসেফ নামের উচ্চমান সম্পন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ভিত্তিতে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৩৬০,০০০ শিশুকে সাঁতার শেখানো হবে।

গ. শিশু বিকাশ কেন্দ্রে অভিভাবক সভার মাধ্যমে শিশু সুরক্ষার সর্বোত্তম অনুশীলন সম্পর্কে পিতামাতাদের অবহিত করা এবং নিজেদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান ও সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করা।

শিশু-যত্ন কেন্দ্রের মডেলটি শিশুর সুরক্ষা ও বিকাশের পাশাপাশি অন্যান্য সহায়তাও প্রদানে সক্ষম হবে। এই কেন্দ্রটি প্রারম্ভিক শিশু বিকাশে সহায়ক বিভিন্ন সেবাসমূহ যেমন-প্রারম্ভিক উদ্দীপনা ও খেলার মাধ্যমে শেখার সুযোগ দান করবে যা প্রাক শিক্ষণ বিকাশের মান পূরণ করবে। মডেলটি সময়ের সাথে সাথে অন্যান্য সেবা, যেমন-পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা যোগ করার সুযোগ তৈরিতে সহায়তা প্রদান করবে। শিশু-যত্ন কেন্দ্রগুলো এলাকাবাসীর যে কোনো রকম সেবা প্রদানের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে পারে, যা স্থানীয় চাহিদা মোতাবেক পরিবর্তন বা কোভিড-১৯ এর মত জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারবে।

প্রকল্প এলাকা

	বিভাগ	জেলা
১	বরিশাল	বরগুনা
২		ভোলা
৩		পটুয়াখালি
৪	চট্টগ্রাম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৫		চাঁদপুর
৬		লক্ষীপুর
৭	ঢাকা	নরসিংদী
৮	খুলনা	বাগেরহাট
৯		সাতক্ষীরা
১০	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ
১১		নেত্রকোনা
১২		শেরপুর
১৩	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ
১৪	রংপুর	নীলফামারী
১৫	সিলেট	হবিগঞ্জ
১৬		সুনামগঞ্জ

১. অ্যালোঙ্গে ও অন্যান্য, ইনজুরি এডিডোমোলজি: লার্জ-স্কেল ইভ্যালুয়েশন অব ইন্টারভেনশনস ডিজাইনড টু রিডিউস চাইল্ডহুড ড্রাউনিং ইন রুরাল বাংলাদেশ: আ বিফোর অ্যান্ড আফটার কোহর্ট স্টাডি। জন হপকিন্স ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ ইউনিট, ডিপার্টমেন্ট অব ইন্টারন্যাশনাল হেলথ, জন হপকিন্স ব্লুমবার্গ স্কুল অব পাব্লিক হেলথ, বাল্টিমোর, ইউএসএ, ২০২০

২. গ্লোবাল রিপোর্ট ড্রাউনিং: প্রিভেন্টিং আ লিডিং কিলার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। জেনেভা, সুইজারল্যান্ড, ২০১৪

২ প্রকল্প নকশার মূল বিষয়সমূহ

সমাজভিত্তিক শিশু-যত্ন কেন্দ্র সেবা প্রদানের মডেল:

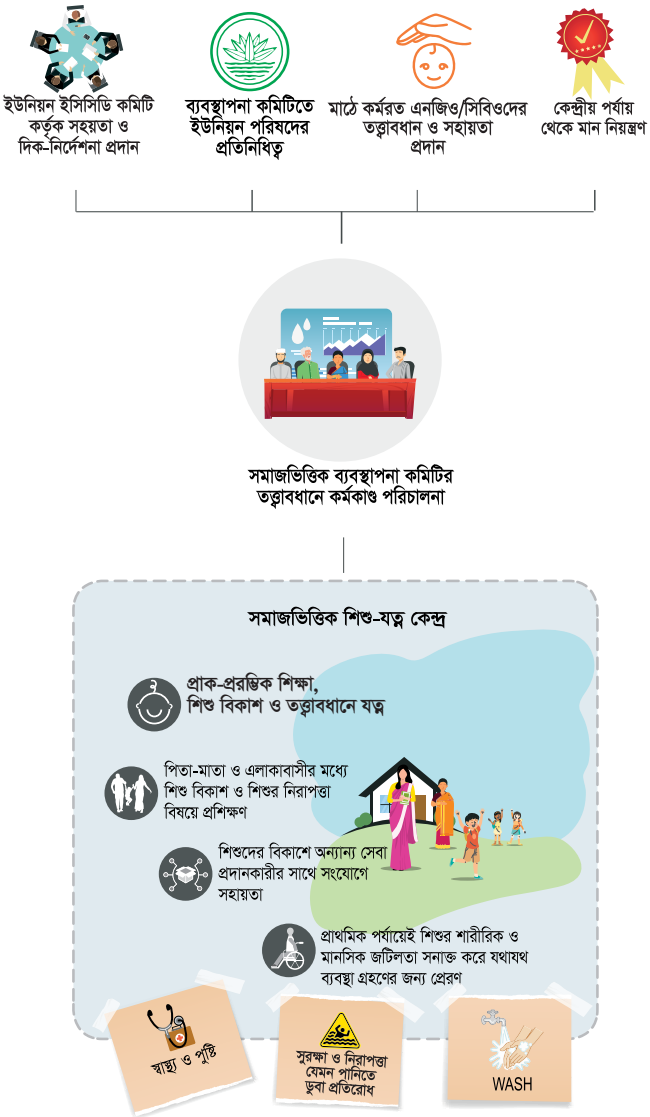

সমন্বিত শিশু-যত্ন সেবা কার্যক্রম

প্রকল্পটির প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে সারা বাংলাদেশ জুড়ে পরিচালিত সমাজভিত্তিক শিশু-যত্ন কেন্দ্রসমূহ, যারা শিশুদের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যসমূহ পূরণে সক্ষম বলে গবেষণায় প্রমাণিত। শিশু-যত্ন কেন্দ্রের মডেলটি তৈরি করা হয়েছে শিশুর সবধরনের মান সম্পন্ন বিকাশ ও যত্ন প্রদানের উদ্দেশ্যে, যা একই সাথে দুর্ঘটনাজনিত শিশুমৃত্যু, বিশেষ করে পানিতে ডুবে মৃত্যু রোধে কার্যকর। প্রতিটি কেন্দ্র সর্বোচ্চ ২৫টি শিশুকে সপ্তাহে ৬ দিন সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত, যে সময়টাতে শিশুদের পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঝুঁকি সর্বোচ্চ, সে সময় পরিচালনা করা হবে। সকল শিশু-যত্ন কেন্দ্র এবং সেখানে কর্মরত যত্নকারী/প্রশিক্ষকদের হতে হবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বীকৃত, যাতে কাজের উন্নতমান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

নিরাপদ ও সাশ্রয়ী শিশু-যত্ন প্রদানের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ভূমিকা পালনের বাইরেও কেন্দ্রগুলো শিশুদের পাশাপাশি তাদের মা-বাবাদের জন্য শিক্ষার কেন্দ্র হয়ে উঠবে, খেলার মাধ্যমে ভালোভাবে শেখা, ভালো অনুশীলনগুলোকে সংগ্রহ করে ছড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এটি শিশুর মানসিক বিকাশ, সামাজিক বিকাশ, স্বাস্থ্যবিধি ও পুষ্টি বিষয়ক উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। প্রারম্ভিক শৈশবকালীন যত্ন, সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্যের বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য এবং একই সাথে শিশুদেরকে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি থেকে নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্য পূরণ করবে।

শিশু-যত্ন কেন্দ্রগুলো স্ব-উদ্যোগে স্থানীয় চাহিদা মোতাবেক নতুন নতুন সেবা যোগ করতে পারবে। শিশুদের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে কেন্দ্রগুলোতে কম খরচে শিশুর শারীরিক অক্ষমতা ও অপুষ্টির প্রাথমিক লক্ষণগুলো কেন্দ্রগুলোতে শনাক্ত করা হবে। একইভাবে, কেন্দ্রগুলো অন্যান্য সেবাদানের কেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহার করা যাবে জন্ম নিবন্ধন, টিকাদান ও রেফারেলের মাধ্যমে অন্যান্য প্রাথমিক সেবার 'ওয়ান স্টপ শপ' সার্ভিস হিসেবে।

শিশু-যত্ন কেন্দ্রগুলোর সমন্বিত কার্যক্রমে শিশুর সামগ্রিক বিকাশ বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ অর্জনে অবদান রাখবে। এটি কয়েকটি সূচকে এগিয়ে যাওয়াকে ত্বরান্বিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে, যেমন শিশুদের পাঁচ বছরের কম বয়সের মৃত্যুহার হ্রাস, গুণগত মানসম্পন্ন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, ক্ষুধা ও অপুষ্টি হ্রাস এবং মহিলাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন।

একটি সাশ্রয়ী মডেল

শিশু-যত্ন কেন্দ্র মডেলটি সাশ্রয়ী। কেননা, এটি মূলত বিদ্যমান অবকাঠামোর ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠবে। শিশু-যত্ন কেন্দ্রের জন্য ব্যবহার করা জমি অথবা সুবিধাসমূহ এলাকাবাসীর তরফ থেকে বিনামূল্যে গ্রহণ করা হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যত্নকারীর বাড়ির কক্ষে কেন্দ্রটি স্থাপন এবং পরিচালনা করা হবে। যত্নকারীরা প্রতিদিন পাঁচ ঘন্টার জন্য পারিশ্রমিক পাবেন। ব্যয় সাশ্রয় ছাড়াও কমিউনিটি থেকে পাওয়া জায়গার সাথে থাকবে কমিউনিটির মালিকানা ও প্রকল্পে সংযুক্ত থাকার সুবিধাটি।

যেখানে বিনামূল্যে উপযুক্ত স্থান পাওয়া যাবে না, সেখানে স্থাপনা ভাড়া করে কেন্দ্র পরিচালনার সংস্থান করা হবে। শিশু-যত্ন কেন্দ্রে কোনো ভর্তি ফি নেই, শিশুদের মা-বাবা এবং এলাকাবাসী স্ব-উদ্যোগে প্রয়োজনীয় সহায়তার মাধ্যমে কেন্দ্রকে চালু ও টেকসই রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। শিশু-যত্ন কেন্দ্রগুলোতে প্রতিটি শিশুর জন্য বছরে গড়ে ৩,৫৯৭ টাকা (৪২ মার্কিন ডলার) খরচ হবে।

কমিউনিটি'র সম্পৃক্ততা

একটি শিশু-যত্ন কেন্দ্রের সাফল্য নির্ভর করে এর কর্মকাণ্ডের সাথে কমিউনিটির সংযুক্তি, যা ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের মাধ্যমে তৈরি করা সম্ভব। মূলত অভিভাবক ও ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত পরিচালনা কমিটিগুলোতে ধর্মীয় নেতা, স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিশু-যত্ন কেন্দ্রের যত্নকারী এবং স্থানীয় অনুদান প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গ সংযুক্ত থাকবেন। কমিটির সদস্য এমনভাবে নির্বাচন করা হবে যাতে এই কমিটিতে সব ধরনের অংশীজনের প্রতিনিধিত্ব বজায় থাকে। কমিটির সদস্যবৃন্দ নিয়মিত সভার মাধ্যমে কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিচালনা, তত্ত্বাবধান ও পরিচালন ব্যয় তদারকীসহ মা-বাবাদের সাথে যত্নকারীদের কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন করবেন। এছাড়া মা-বাবাদের কাছে কেন্দ্রের প্রচারণা করা ও যত্নকারীদেরকে নিয়োগের দায়িত্ব পালন করবে কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত ইউনিয়ন ইসিসিডি কমিটির সাথে সমন্বয় এবং সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি কার্যাদি সম্পন্ন করবেন।

নারীর ক্ষমতায়ন

নারীর ক্ষমতায়নের জন্য শিশু-যত্ন কেন্দ্রগুলো নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং তাদের উন্নয়নে সহায়তা করবে। প্রতিটি শিশু-যত্ন কেন্দ্রে একজন মহিলা যত্নকারী ও একজন সহকারী যত্নকারী থাকবেন, যারা শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ, শিশুর যত্ন ও শিশু নিরাপত্তায় বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হবেন। কেন্দ্রে যত্নকারী পর্যায়ক্রমে স্বেচ্ছাসেবী মা-দের সহায়তা পাবেন এবং তারা রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ পাবেন।

অধিকন্তু, শিশু-যত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে প্যারেন্টিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে যেখানে মহিলাদের সংহতি গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি হওয়াসহ শিশু লালন-পালন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষণ বিনিময়ের জন্য সুযোগ প্রসারিত হবে।

৬-১০ বছর বয়সীদের জন্য সাঁতার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

শিশুদের পানিতে ডুবে যাওয়া প্রতিরোধ এবং কমিউনিটির সাথে সংযোগ তৈরিতে 'সুইমসেফ' নামের সাঁতার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ভূমিকা রেখে চলেছে। এর মাধ্যমে ৬-১০ বছর বয়সী শিশুরা সাঁতার শেখার সুযোগ পাবে, যা পানিতে ডুবে যাওয়ার ঝুঁকি কমিয়ে আনবে। প্রকল্পের আওতায় শিশু-যত্ন কেন্দ্রের পাশাপাশি 'সুইমসেফ' ধারণার আলোকে প্রমাণিত প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে শিশুদের প্রশিক্ষিত করে বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর অন্যতম একটি কারণকে দুর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

সাঁতার প্রশিক্ষণ পরিচালনা মডেল

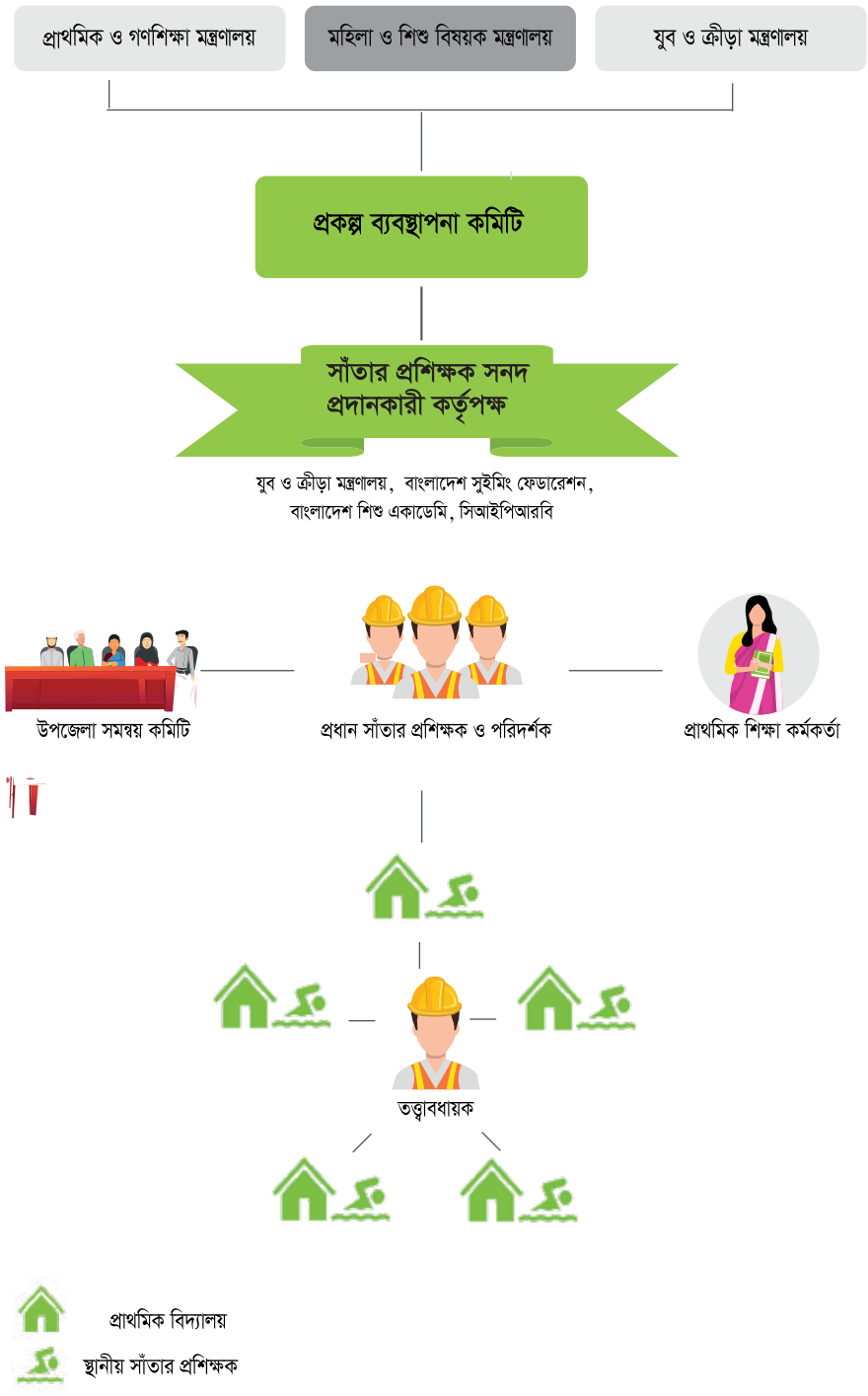

'সুইমসেফ' কর্মসূচি পরিচালিত হবে বছরের মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত, কারণ সাঁতার একটি মৌসুমি কর্মকাণ্ড। বছরের অন্য সময় পুকুরে পানি কম থাকে অথবা পানি ঠান্ডা থাকে। উল্লেখ্য, 'সুইমসেফ' কোন স্থাপনা নির্ভর মডেল না, এটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে সাঁতার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

এই পদ্ধতিতে সাঁতার প্রশিক্ষক হিসেবে স্থানীয় নারী ও পুরুষরা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন। প্রশিক্ষকরা প্রশিক্ষণ কৌশল নির্দেশিকা ব্যবহার করবেন। তাদের দায়িত্ব আশেপাশে উপযুক্ত পুকুর খুঁজে বের করা এবং তা পরিষ্কার করে সাঁতার শেখার কাজে ব্যবহার করা। 'সুইমসেফ' প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সহায়তায় অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয় চিহ্নিত করে তাদের সাঁতার প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে যুক্ত করা হবে।

'সুইমসেফে'র সফল সম্প্রসারণে স্থানীয় এনজিও/সিবিওদের সম্পৃক্ত করা হবে, যারা এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে চুক্তিবদ্ধ হবে। গ্রামাঞ্চলে এই কর্মসূচি পরিচালনার দায়িত্ব বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির নেতৃত্বে হবে। তাদের তদারকির মধ্যে থাকবে সাঁতার প্রশিক্ষণের মান নিশ্চিত করা ও শিশুদের ভর্তি এবং উপস্থিতি নিশ্চিত করা। সাঁতার তত্ত্বাবধায়কদের স্থান পরিদর্শনে মান এবং নিয়মাবলি মানা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা। একজন প্রশিক্ষক ১৬টি প্রশিক্ষণ স্থান তত্ত্বাবধায়ন করবেন। পরিশেষে, 'সুইমসেফ'-এর পাঠ্যক্রম এবং প্রশিক্ষকদের মান নির্ধারণের লক্ষ্যে একটি স্বীকৃতিদানকারী বোর্ড গঠিত হবে যা বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে চূড়ান্ত করা হবে।

৩ প্রকল্পের সফল সমন্বয় এবং প্রতিটি স্তরে নেতৃত্ব

মূল স্তরে সমন্বয় প্রক্রিয়া

নতুন প্রতিষ্ঠান সবুজ, বর্তমানে চলমান প্রতিষ্ঠান ধূসর।

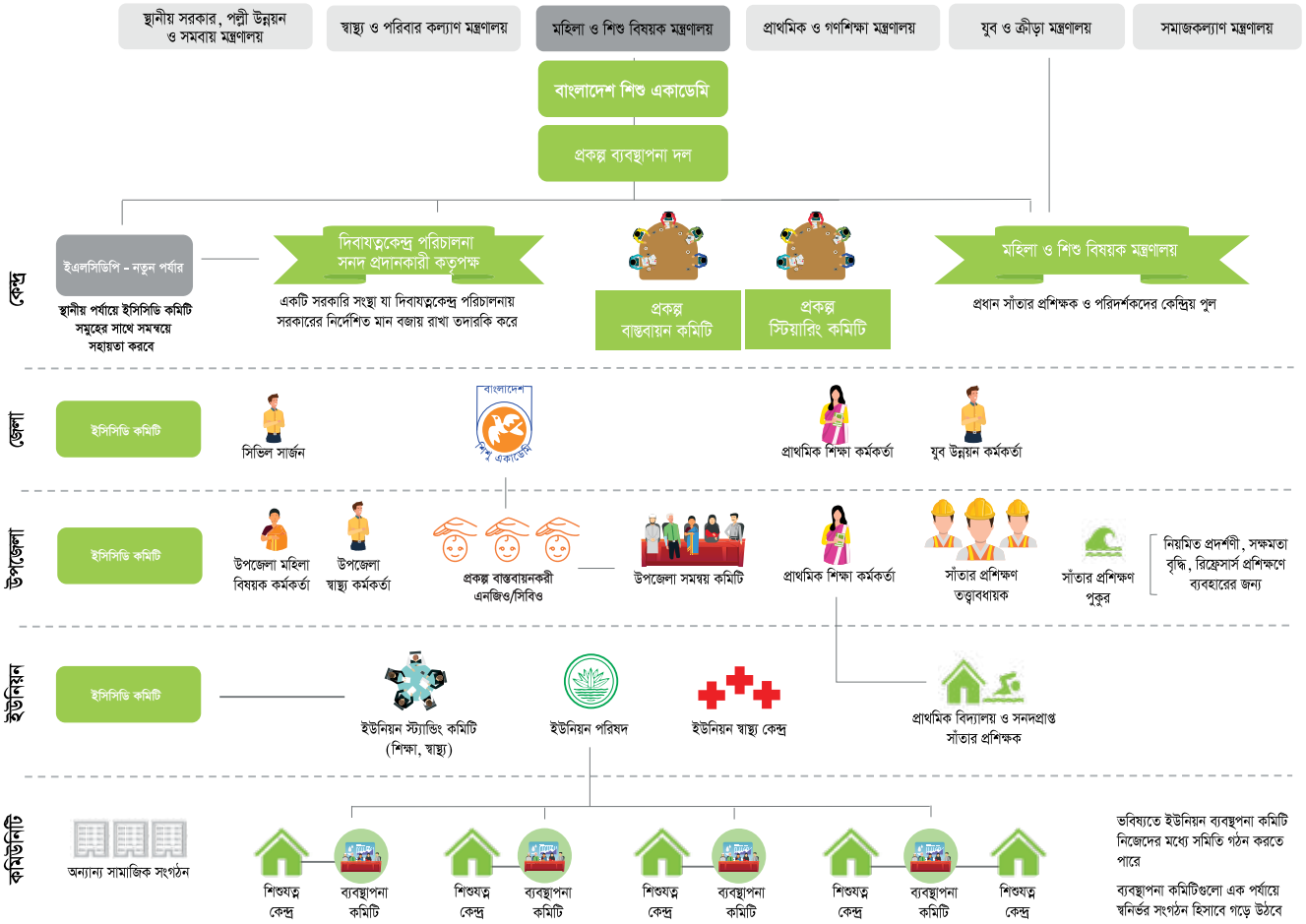

একটি বহুস্তর বিশিষ্ট পরিচালনা ও সমন্বয় ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রকল্পটির সফল সম্প্রসারণে সহায়তা করবে এবং এর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করবে। প্রকল্পের কলেবর বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রয়োজনানুসারে অন্যান্য কর্মসূচির সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নিচের ছবিতে সমন্বয় ব্যবস্থাপনার ছয়টি স্তরের রূপরেখা দেয়া হয়েছে যথা- মন্ত্রণালয়, কেন্দ্রীয়, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও কমিউনিটিভিত্তিক।

বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, যেমন-স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মত প্রয়োজনীয় মন্ত্রণালয়গুলোর সমন্বয়ে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তাবায়ন করবে।

কেন্দ্রীয় স্তরের নেতৃত্ব দু'টি সমন্বয়ক প্লাটফর্ম- প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) দ্বারা পরিচালিত হবে। পিএসসি সভা বছরে দু'টি এবং পিআইসি সভা ত্রৈমাসিকভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। দু'টি কমিটিই আন্তঃমন্ত্রণালয়ের কার্যাদি সমন্বয়, কার্যাদি বাস্তবায়নে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান, কার্যাদির অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়নসহ নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি'র আওতায় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দল জেলা পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে। এছাড়া বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, স্থানীয় এনজিও/সিবিও নিয়োগের মাধ্যমে উপজেলা স্তরে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি'র জেলা কার্যালয় এবং বাস্তবায়নকারী এনজিও/সিবিওদের সমন্বয়ে ১৬টি জেলার ৪৫টি উপজেলায় উপজেলা পর্যায়ে কার্যালয় থাকবে। জেলা পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম মনিটরিং-এর জন্য জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা মনিটরিং কমিটি এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে উপজেলা মনিটরিং কমিটি গঠন করাসহ নিয়মিত সভা আহ্বান করা হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরুতে দীর্ঘমেয়াদি সমন্বয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্পের দু'টি প্রধান কার্যক্রম (শিশু-যত্ন কেন্দ্র ও সুইমসেফ)- এর জন্য প্রয়োজন সফল সমন্বয়। শিশু-যত্ন কেন্দ্রের কার্যাদি সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সাথে নিবিড় এবং দৃঢ় অংশিদারিত্ব গড়ে তোলা হবে। সারা দেশে বড় রকম ইসিসিডি বিষয়ক নেতৃত্বের কাঠামো গড়ে তোলার জন্য গঠন করেছে ইসিসিডি সমন্বয় কমিটি, যা ইতিমধ্যে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কাজ করছে। ইসিসিডি বিষয়ক কমিটিগুলো তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। প্রকল্পের শিশু-যত্ন কেন্দ্রের সাথে স্বাস্থ্যসেবা এবং মা ও শিশুদের জন্য নানান কল্যাণমূলক সুবিধার যোগসূত্র স্থাপন করেছে, যেখানে দ্রুত সংযোগ স্থাপন করা যাবে ও প্রতিটি স্তরে পৌঁছানো সহজ হবে।

সমাজভিত্তিক শিশু-যত্ন কেন্দ্রগুলো স্থাপিত হবে ইউনিয়ন স্তরে ইসিসিডি বিষয়ক কমিটিগুলোর সাথে সরাসরি সমন্বয়ের মাধ্যমে। তাছাড়া, ইউনিয়ন স্তরে ইসিসিডি কমিটির সাথে উপজেলা ইসিসিডি কমিটির সংযোগ স্থাপন করা হবে। বাস্তবায়নকারী এনজিও/সিবিও গুলোর সাথে উপজেলা ও জেলা ইসিসিডি কমিটির সংযোগ স্থাপন করা হবে।

যদিও প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয়, তথাপি প্রকল্পে কমিউনিটি অংশগ্রহণের মধ্যেই প্রকল্পের সাফল্য নিহিত। কমিউনিটি পর্যায়ের কেন্দ্রে কমিউনিটিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কমিটিতে থাকবেন শিশুর মা-বাবা, বিশিষ্ট স্থানীয় পৃষ্ঠপোষক এবং ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নেতৃবৃন্দ।

কমিটি নিয়মিত শিশু-যত্নকারীদের কাজ তদারকি করবে, যে কোনো বিরোধের মীমাংসা করাসহ স্বেচ্ছাসেবা এবং অবদানকে একত্রিত করবে। এটি ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটিগুলোর সাথে সাফল্য ও চ্যালেঞ্জগুলো ভাগ করাও নিশ্চিত করবে। কমিটি অলাভজনক ও দাতা নির্ভরতা কমাবার জন্য সময়ের সাথে সাথে স্বাবলম্বনের জন্য কেন্দ্রের তহবিলের মডেলটি স্থানান্তর করার উপায় বের করবার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে।

'সুইমসেফ' প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এর ওপর নির্ভরশীল, কারণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান ভূমিকা থাকবে। গ্রামাঞ্চলে প্রতিটি 'সুইমসেফ' প্রশিক্ষককে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত করে প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা ও পরিচালনা কমিটির তত্ত্বাবধানে তালিকাভুক্ত শিশুদেরকে প্রশিক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হবে। যেহেতু প্রতিটি জেলাতে ৬০ থেকে ১০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে এবং 'সুইমসেফ' উপজেলা পর্যায়ে পরিচালিত হবে যেখানে সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আছেন সেখানে এই কর্মসূচিটি চালু করা গেলে ভালভাবে সমন্বয় করা সম্ভব হবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় 'সুইমসেফ' কর্মসূচির মান তদারকিতে কেন্দ্রীয় ভূমিকা রাখতে পারে।

বিভিন্ন স্তরে আনুষ্ঠানিক পরিচালনা পরিষদ ছাড়াও যে সব অনানুষ্ঠানিক পেশাদারী সংগঠন আছে তাদের সাথে সমন্বয়ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে সুফল বয়ে আনবে। উদাহরণস্বরূপ যেমন-বাস্তবায়নকারী এনজিও/সিবিওগুলোর স্থানীয় পর্যায়ে যে সব প্রশিক্ষণ ফোরাম আছে তাদের সাথে সমন্বয় সাধন। 'সুইমসেফ'-এর জন্য এটা হতে পারে প্রশিক্ষকদের সাথে উপজেলা পর্যায়ে প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সমন্বয় সভা যা সাঁতার প্রশিক্ষণ মৌসুমের শুরু এবং শেষে হতে পারে।

৪ টেকসই হওয়ার পূর্বশত

প্রকল্পের মডেলটি 'কর্মসূচির স্থায়িত্ব ও সম্ভাব্যতা' যাচাইয়ের একটি স্টাডির তথ্য বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। এই মডেলটির জন্য ৫টি বিষয়কে বিবেচনা করা হয়েছে, যেগুলো কর্মসূচির স্থায়িত্বে বড় নিয়ামক। এই প্রকল্পে একটি স্থায়িত্বের কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে যা প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবে এবং তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে পরের ধাপে নকশা প্রণয়ন করবে। সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ করে অনুমান করা যায় যে, একটি শিশু-যত্ন কেন্দ্রের সম্পূর্ণভাবে স্বনির্ভর হতে অন্তত ১০ বছর সময় লাগবে। এই সময়কালে ক্রমাগত উন্নতির ফলে প্রকল্পের মডেলটি নিঁখুত হয়ে উঠবে এবং এক সময় তা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে।

প্রকল্পের স্থায়িত্বের জন্য পাঁচটি আবশ্যিক বিষয়:

১. **প্রাসঙ্গিকতা:** শিশু-যত্ন কেন্দ্রের সাথে স্থানীয় সরকারের সংযোগ স্থাপন ও কমিউনিটি সম্পৃক্ততা শিশু-যত্ন কেন্দ্রে প্রাসংগিকতার প্রাথমিক শর্ত। শিশু-যত্ন কেন্দ্রের কার্যক্রমের সাথে অভিভাবকদের জড়িত করা তাদের আস্থা অর্জনের একটি কার্যকর উপায়। শিশু-যত্ন কেন্দ্রগুলোতে অন্যান্য সেবাদান, যেমন-রেফারেল, শিশু এবং তাদের পরিবারগুলোর জন্য সামগ্রিক ও সংহত সেবাদান, এলাকায় কেন্দ্রের আবশ্যকতা সৃষ্টি করে।

২. **স্থানীয় সাংগঠনিক ক্ষমতা:** স্থায়িত্বের অন্যতম স্তম্ভ হচ্ছে স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, যার প্রধান কাজ হচ্ছে কমিউনিটি এবং স্থানীয় সরকারের সাথে কার্যকরী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা। সনদপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষিত শিশু-যত্নকারীদের একটি তালিকা তৈরির মাধ্যমে স্থানীয় কেন্দ্রগুলোকে যে কোন পরিস্থিতিতে চালু রাখা, এটি অর্জন করার জন্য শিশু-যত্ন কেন্দ্রগুলোকে উচ্চ-পর্যায় থেকে দিক নির্দেশনা পাওয়ার ব্যবস্থা করাসহ শিশু-যত্নকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পুনঃপ্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। শিশু-যত্নকারীদের স্বীকৃতিদান তাদের কর্মকুশলতা বৃদ্ধিতে একটি কার্যকরী পদ্ধতি।

৩. **প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা:** এর জন্য এমন একটি স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি দরকার, যার সদস্যদের পরিষ্কার দায়িত্ব ও কর্ম পরিকল্পনা, প্রোটোকল আছে ও দৈনিক কাজকর্ম পরিচালনার দৃঢ় সক্ষমতা আছে। সদস্যরা সম্পদ পরিচালনা করতে এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা করতে সক্ষম। স্থানীয় কমিটিগুলো সমস্যা মোকাবেলায় এবং সমাধান চিহ্নিত করা ও সহায়তার উৎস বের করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। টেকসই কেন্দ্র ও অন্যান্য সেবার সংহতকরণের জন্য সরকারি বিভাগ ও সংস্থাগুলোর সেবার মধ্যে আনুভূমিক সমন্বয় জরুরি।

৪. **অভিযোজিত ব্যবস্থাপনা:** স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত কমিটিগুলো সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তার সমাধান প্রণয়নে পারদর্শী। বিভিন্ন বিভাগ এবং সংস্থার মধ্যে আনুভূমিক সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কেন্দ্রসমুহের স্থায়িত্ব ও সমন্বয় নিশ্চিত করা সম্ভব। স্থানীয় কমিটিগুলোর পরিষ্কার ঝুঁকি মূল্যায়ন করবার ক্ষমতা ভবিষ্যৎ ঝুঁকি কমাতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

৫. **সম্পদ সংহতিকরণ:** প্রতিটি সফল কর্মসূচি নির্ভর করে নিরবিচ্ছিন্ন সম্পদ প্রবাহের ওপর। শিশু-যত্ন কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা কমিটির স্থানীয় সম্পদ সংহত করা বা তহবিলের উৎস বের করার ওপরই এর দীর্ঘকালীন স্থায়িত্ব নির্ভর করছে।

৫ সম্প্রসারণের পথ

প্রকল্পটি ১৬টি জেলায় প্রথম পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হবে এবং পর্যায়ক্রমে দেশের ৬৪টি জেলায় বিস্তার লাভ করবে। প্রকল্প কার্যক্রম শুরু হবার সাথে সাথে এর বিস্তারের উপায়গুলো নিয়ে পরিকল্পনা করা হবে। যদিও প্রকল্প দলিলে সম্প্রসারণের অনেক প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করা আছে, যেমন-সমন্বয় প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো যা নেতৃত্বের পথ সুগম করে, অভিযোজনযোগ্যতা, অংশিদারিত্ব ইত্যাদি।

প্রকল্প দলিল প্রণয়নকালে নিম্নোক্ত পন্থায় ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের কৌশল বের করা হয়েছে:

- সময়ের সাথে সাথে শিশু-যত্ন ও সুইমসেফ কেন্দ্রগুলো স্থায়িত্ব পাবে যা প্রকল্প সম্প্রসারণে সহায়তা করবে। এর জন্য দরকার টেকসই হবার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রথম থেকেই বিনিয়োগ ও ক্রমাগত এবং স্বচ্ছ তদারকি।
- প্রকল্পটির সমন্বিত সেবা কর্মসুচি ও প্রারম্ভিক শিশু বিকাশের সামগ্রিক ধারণাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠার কারণে এই প্রকল্পটি শিশু বিকাশে কর্মরত বিভিন্ন কুশীলব এবং সংস্থার সাথে অংশীদারিত্বের সুযোগ তৈরি করবে। এতে একাধিক ক্ষেত্র থেকে সুবিধা নেওয়া যায় যা প্রকল্পের সুফল ও সম্প্রসারণের চাহিদা বাড়াতে সাহায্য করে। এর সফল বিস্তার নির্ভর করবে স্বচ্ছ ও কার্যকর পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির ওপরে, প্রকল্প কার্যক্রম বিস্তারে প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করতে হবে যা ক্ষেত্র বিশেষে অভিযোজনে সক্ষম।
- প্রকল্পটি বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি এবং ব্যক্তিখাতের অনুদান আকর্ষণের কৌশল উদ্ভাবন করবে এবং তা প্রকল্প সম্প্রসারণের কাজে ব্যবহার করবে। বিশেষ করে ব্যক্তিখাতকে এই প্রকল্পে বিনিয়োগে আগ্রহী করে তুলতে পারলে প্রকল্প সম্প্রসারণে তা প্রভূত সহায়তা করবে।
- ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে প্রকল্পের সাফল্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গবেষণালব্ধ ধারণা ভবিষ্যতে বৈচিত্র্যময় পরিবেশে প্রকল্প সম্প্রসারণে বিশেষ সহায়ক হবে।

উপসংহার

শিশুদের মূল চাহিদা পূরণ করা- বিশেষ করে পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা, সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা ও শিক্ষা-তাদের বেঁচে থাকা ও পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অপর্যাপ্ত শিশু-যত্ন ও অন্যান্য সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে বাংলাদেশের অনেক শিশু তাদের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে পারে না। শিশু সুরক্ষা ও বিকাশের এই প্রকল্পটি একাধিক খাতকে একসাথে সমন্বয়ের অনেক সুযোগ সৃষ্টি করবে, যা সামগ্রিকভাবে শিশু বিকাশের আমুল পরিবর্তন বয়ে আনতে সক্ষম হবে। এটি শুধু শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে না, এটি শিশু, মা-বাবা এবং কমিউনিটির অনেক চাহিদা একসাথে পূরণ করবে। এটি আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য একটি বিনিয়োগ, যা তাদের ও তাদের পরিবারকে নানান বস্তুগত সুবিধার পাশাপাশি আমাদের অর্থনৈতিক ও সম্মিলিত জীবিকাকে সামনে এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে। খুব কম কার্যক্রম আর্থিক ও মানবিক উভয় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এমন দারুণ সফলতার ইঙ্গিতবাহী। আর বর্তমান কোভিড-১৯ মহামারি আমাদের শিখিয়েছে যে স্বাস্থ্যসেবা ও সুস্থতাজনিত যে কোন বিনিয়োগ বা কার্যক্রমকে সঙ্কটকালীন সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে অভিযোজনে সক্ষম হতে হবে। এই প্রকল্পের পরিকল্পনা করা হয়েছে অভিযোজন ও পরিবর্তনের প্রয়োজনকে মাথায় রেখে। এই নমনীয়তা বা সামঞ্জস্যতা শুধু বিভিন্ন কমিউনিটির চাহিদা মেটাবার স্বার্থে নয় বরং দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবী ও পরিবেশকে চিন্তা করে। বাংলাদেশ সরকার, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং সুশীল সমাজের সদস্যদেরকে স্বাগত জানাই শিশুদের সার্বিক বিকাশ ও সুরক্ষার এই সমন্বিত উদ্যোগে মনোনিবেশ করার জন্য।

Bangladesh Shishu Academy
Ministry of Women and Children Affairs

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন-

প্রকল্প পরিচালক
সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশু-যত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুদের প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং শিশুর সাঁতার সুবিধা প্রদান প্রকল্প
বাংলাদেশ শিশু একাডেমি
দোয়েল চত্বর সড়ক, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।
+৮৮-০২-২২৩৩৮৯০৬১